R. N. No 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৩৩৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৩৩শ বর্ষ. ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা চৈত্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৮ই মার্চ, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্সডাক

নির্ব্বাচনে শান্তিশৃংখলা রক্ষায় পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা : বিধানসভা নির্বাচন আগামী ২৩ মার্চ ঘোষিত হবার সাথে সাথে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস দল থেকে প্রচার করা হচ্ছে পঃ বাংলার প্রশাসনের অক্ষমতায় প্রদেশে শান্তির আবহাওয়া ব্যাহত এবং এ অবস্থা চলতে থাকলে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। শাসক বামফ্রন্ট এ কথাকে অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয় বলে মন্তব্য করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় জোর গলায় বক্তব্য রেখেছেন, পশ্চিমবাংলা কংগ্রেস শাসিত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক শান্ত এবং বামফ্রন্টের নিরপেক্ষ শাসনে ও গণতান্ত্রিক পন্থার প্রতি বিশ্বাসে এখানকার আবহাওয়া মোটেই অশান্ত নয় এবং নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ারও কোন আশংকা এখানে নেই। পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন বানচাল করার যে কোন অপচেষ্টার মোকাবেলা করতে তারা যেন সক্রিয় হয় এবং দলমতনির্বিশেষে যে কোন দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। পুলিশের সূত্র থেকে জানা যায়, হোম সেক্রেটারীর এক গোপন নির্দেশে প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্বাচনের পূর্বেই যেন প্রত্যেক থানা অঞ্চলের দাগী দুষ্কৃতকারীদের আটক করা হয়। সেই নির্দেশানুযায়ী এই মহকুমায়ও পুলিশের গোপন অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়। সম্প্রতি মির্জাপুরের প্রাক্তন এন, ভি, এফ তারুন মির্জাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার পুলিশী তৎপরতা বাড়লেও ছোটকালিয়াই গ্রামের দুর্গাপ্রতিমাকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম নায়ক সাজাহানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোওয়ানা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। থানা সূত্রে জানা যায়, কয়েকবার তার বাড়ী তল্লাসী করেও তাকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু গ্রামের লোক অন্য কথা বলে। তাঁদের অভিযোগ—সাজাহান গ্রামেই (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর ঃ

হারানো কেন্দ্র উদ্ধারে বামফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নেমেছে

বিশেষ প্রতিবেদক : এই কেন্দ্রের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে হবিবুর রহমান কাছের মানুষ। মানুষ হিসাবে ভদ্র, শান্ত, ধৈর্যশীল। বিশেষ করে এ অঞ্চলে কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে তাঁর খ্যাতি আছে। সম্প্রতি পুরসভা করায়ত্ত করতে ও জঙ্গিপুর কলেজকে ছাত্রপরিষদের দখলে রাখতে পারা তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু বামফ্রন্ট তার হারানো আসনটি পুনরুদ্ধারে এবার কোমড় বেঁধে নেমেছেন। পুরাতন আর, এস. পি কর্মী আবদুল হককে আর, এস, পি আবার দলে ফিরিয়ে এনে প্রার্থী করতে সক্ষম হয়েছেন এবং নিজেদের বহুকালের শরিকী মনোমালিন্য দূর করতেও পেরেছেন। এবার সি, পি, এমকে দলবদ্ধভাবে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। গত নির্বাচনে আর, এস, পি প্রার্থীর বিরুদ্ধে সি, পি, এম নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রয়াত বদরুদ্দিন সাহেবকে নামিয়েছিলেন। ফল হয়েছিল আর, এস, পির পরাজয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে বদরুদ্দিনের ও আর, এস, পির ভোট সংখ্যা যোগ করলেও প্রায় দশ হাজারের বেশী ভোটে হবিবুর জিতে ছিলেন। তবে এবার সংগঠন বেড়েছে বলে আর, এস, পি ও সি, পি, এম উভয়েই দাবী করেন। তদুপরি আবদুল হকের ব্যক্তিগত প্রভাব স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মধ্যে ভাল আছে। তিনি জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বলেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। দু'দুবার বিধায়ক থাকাকালীন জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব ভাল রকমই ছিল। গ্রামগঞ্জের সাধারণ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে আবদুল হকের নাম এখনও বিশেষ পরিচিত। কিছু কিছু মানুষের মতে এতদঞ্চলে হবিবুর রহমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার উপর ২নং ব্লকের অঞ্চল পরিষদ ও পুরসভা কংগ্রেসের দখলে থাকায় স্বভাবতঃই সে সুযোগ কংগ্রেসের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, হবিবুর রহমানের তরুণ সাহায্যকারীরা পুরোনো কিছু কংগ্রেসী কর্মকর্তার ব্যবহারে মোটেই খুশী নয়। তারা শ্রীরহমানের কাছে ওদের মাতব্বরি বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে। সম্প্রতি রাজীব গান্ধীর সফরের সময় এই মতানৈক্য আরোও ব্যাপক হয় বলে খবর পাওয়া যায়। যদি ক্যাডারদের মধ্যে এই বিক্ষোভকে শান্ত করতে হবিবুর রহমান সক্ষম না হন তবে কংগ্রেসের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় অনেকটা কিন্তু দেখা দেবে। যাই হোক, এবারে এই কেন্দ্রে লড়াই-এ জয় পরাজয় খুব কম ভোটে নির্দ্ধারিত হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

সাগরদীঘি ঃ সাহাপুর বারালার ক্ষোভে বামফ্রন্ট বিপাকে

বিশেষ সংবাদদাতা : এই কেন্দ্রের সাহাপুর বারালা বাম দুর্গ বলেই সকলে জানে। গত নির্বাচনে সর্বত্র হারকে ভাসিয়ে দিয়ে সাহাপুর বারালার ভোটেই জয়ী হয় সি, পি, এমের হাজারী বিশ্বাস। এবার সংবাদে জানা যায় এ অঞ্চলের ভোটাররা নাকি ঠিক করেছেন কোনক্রমেই সি, পি, এমকে ভোট দেবেন না। টুকরাডাঙ্গার আদিবাসীদের ক্ষোভ বিগত দশ বছরে বামফ্রন্টকে জয়ী করেও তাদের কোন উন্নতি হলো না, তারা না পেয়েছে কাজ, না হয়েছে এ অঞ্চলে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাদেরকে এই সভ্যযুগেও পশুর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এবার তারা বিধায়ক পালটিয়েই এর প্রতিবাদ জানাবে। আর একটি সংবাদে জানা যায়, মির্জাপুর-অনুপপুর রাস্তাটিকে পাকা করার দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ না হওয়ায় গ্রামবাসীরা আজ ১৮ মার্চ মির্জাপুর বন্ধের ডাক দেয়। বাজার দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। গ্রামবাসীরা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। সি, পি, এম সমর্থক মহল অবশ্য এসব অস্বীকার করে বলেন, কংগ্রেসীরা কোন রকমেই এখানে জেতার আশা না দেখে কিছু বিক্ষুব্ধ মানুষকে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা চৈত্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল

ভাঙ্গা-গড়ার খেলা

ধর্মের নামে জুলুমবাজি সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন আমাদের পত্রিকায় ইতি-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পক্ষ হইতে সে প্রতিবাদের উত্তরও আমরা দিয়াছি।

ঘটনার স্থান : জঙ্গিপুরের নিকট ছোটকালিয়া গ্রাম। সেখানে একটি হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে তত্রত্য গ্রামবাসীগণ উদ্যোগী হন। ইহা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যম। অনৈক্য জর্জরিত ক্রম অব-ক্ষীয়মান এই ধর্মের মানুষদের স্বধর্মে উদ্বুদ্ধ এবং উক্ত ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতনতা আনয়ন করা ও ধর্মীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখাই উক্ত মিলন মন্দিরের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু সে মিলন মন্দির গড়িয়া তুলিতে অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি জোরজুলুমের রূপ লইলে তাহা সত্যই দুঃখের। প্রহারাদি, গাছের ফল পাড়িয়া লওয়া, ভীতি প্রদর্শনপূর্বক চাঁদা আদায় করার পদ্ধতি নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। ফলে গ্রামবাসীদের একাংশ বিপন্নবোধ করেন। এই সম্পর্কে প্রকাশিত সং-বাদের প্রতিবাদ করা হইলেও ঘটনা-সমূহের বিবরণী পত্রিকা দপ্তরে থাকি-বারই কথা। সুতরাং প্রতিবাদ অচল।

সর্বোপরি আরও একটি কথা আছে। আলোচ্য হিন্দু মিলন মন্দিরের সহিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভবিষ্যতে জড়িত হইতে পারে। সঙ্ঘের সংগঠক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ ছোটকালিয়া গ্রামবাসীদের একটি পত্রের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তিনি যখন ছোট-কালিয়া গ্রামে আসেন তখন তাঁহার নিকট এইরূপ কোন অভিযোগ উপ-স্থাপিত করা হয় নাই। ধর্মের নামে এবং মন্দির নির্মাণের জন্য জুলুম করিয়া অর্থসংগ্রহ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নীতির বিরুদ্ধ। স্বামীজী চাহিয়াছেন উভয়পক্ষ সম্মিলিতভাবে উপস্থিত থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়-টির সুষ্ঠু মীমাংসা করা হউক। আর ইহার জন্য তিনি কয়েকজনের নামও করিয়াছেন। শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হইলে চাঁদা আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ থাকিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

কোন জিনিস গড়িয়া তোলা শক্ত, ভাঙ্গিয়া ফেলা খুবই সহজ। হিন্দু মিলন মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে যে পরিস্থিতি উদ্ভব হইতেছে তাহাতে ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কাই অধিক। মনের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইবার অবকাশ থাকিলে কোন মহৎ কাজ হইতে পারে না। সংহতি-সচেতনতার অভাব থাকলে এই রকম কাজ হয় না। অথচ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ভিন্নচিত্র দেখা যায়। ধর্মীয় সচেতনতা সে সব ক্ষেত্রে এমনই ক্রিয়া-শীল যে, সংহতি সেখানে সুদৃঢ়। কাজেই অন্যান্য ধর্মে গড়ার কাজ চলে অব্যাহতগতিতে। আলোচ্য মিলন মন্দির নির্মাণের উষালগ্নে ক্ষোভ, অনৈক্য, ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি দেখা দিলে শুভ-প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে ও নেতৃত্বে অশুভ প্রভাব দূর হউক—আমরা এই কামনা করিতেছি।

বামফ্রন্ট দেউলিয়া — কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনুন

ধুলিয়ান : ১২ মার্চ কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচার উদ্বোধন করে সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ হাসান আলী বলেন—বামফ্রন্ট সরকার আজ দেউ-লিয়া। জনগণকে তাদের আর কিছু দেওয়ার নেই। উপরন্তু এ রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি দ্রুততর হবে। তিনি জোর গলায় বলেন, কয়েক মিনিটের তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দেব, এ রাজ্যে কোনও উন্নয়ন ওরা করেননি। দলীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় ছোট খাটো সভা সমাবেশ করলেও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে কংগ্রেস এর আগে কোন নির্ব্বাচনী সভা ডাকেনি। এ দিনের সভায় হাসান আলী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সামসুল হক, সাকার আলী, সওদাগর আলী প্রমুখ। অত্র ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মোঃ নজেদ আলী বলেন, উন্নয়ন মানে দেওয়ালে শ্লোগান লেখা নয়। তার অভিযোগ—বামফ্রন্ট আমলে চালের উৎপাদন দু'লক্ষ টন কমেছে। কমেছে গমের উৎপাদনও। অন্যদিকে বেকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ লক্ষ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন সর্ব-ক্ষেত্রেই বামফ্রন্ট ব্যর্থ বলে তিনি অভিযোগ করেন। কংগ্রেস নাকি গুণ্ডার দল। তা হলে তাঁরা কি সবাই মঠের সন্ন্যাসী। বক্তৃতার উপ-সংহারে তিনি আবেদন করেন পশ্চিম-বঙ্গে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনুন। বহুক্ষেত্রে এবার কংগ্রেস তরুণ ও নবীন প্রার্থী দিয়েছে। তাই ভোটারদের কাছে তাঁর আহ্বান—বসন্তের নতুন পাতা বরণ করবেন না শীতের ঝরা পাতা—নিজেদের বিবেককে সেই প্রশ্ন করুন। ভোট দিন তারই ভিত্তিতে।

কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে হবে তা' না হলে গণতন্ত্র বিপন্ন—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

ধুলিয়ান : গত ২ মার্চ ধুলিয়ান থানার সামনের মাঠে সি, পি, আই (এম) র ডাকে এক বিরাট নির্ব্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন পৌরপতি সত্যদেব গুপ্ত এবং বক্তব্য রাখেন ফরাক্কা বিধানসভার বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন, অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থী তোয়াব আলী এবং সি, পি, আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদে এটাই প্রথম নির্ব্বাচনী সভা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বলেন, কংগ্রেস ২৮ বছরে যা করতে পারেনি, বামফ্রন্ট সরকার ১০ বছরে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন। নির্ব্বা-চনের সময় কংগ্রেসীরা ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কোন দিন পালন করতে পারে না। কংগ্রেসীরা পর-স্পরের মধ্যে গ্রুপ বাজি, মারামারি ও গুঁতোগুতিতে ব্যস্ত। সুতরাং দেশের কথা, মানুষের কথা ওরা ভাবে না। তাই গত দুটি বিধানসভা নির্ব্বা-চন, লোকসভা, পঞ্চায়েত এবং পুর নির্ব্বাচনে জনগণ বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে। গত লোকসভা নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেস বলেছিল ভোটে জয়ী হলে তাঁরা সব বন্ধ কারখানা খুলে দেবে কিন্তু কই একটি কারখানাও তো খুলতে পারলো না? এ রাজ্যের চুনোপুঁটি—কংগ্রেসীরা যতই বলুক চাকরী দেব, অমুক করব, নতুন বাংলা গড়বো—আপনারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ঠকবেন না।

পুকুর বিক্রয়

গদাইপুর মৌজায় ৺পেটকাটি মন্দিরের পার্শ্বের ব্যাস পুকুরটি (১৪ বিঘে) বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

এম, কে, মুখার্জী
ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনিয়র (ই)
টাউনশীপ এণ্ড মাইনস
ভিলাই (এম, পি)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘু ১৬৬

মুর্শিদাবাদ জেলার চাষীভাইদের প্রতি আবেদন

হরিহরপাড়া, ডোমকল, রাণীনগর-১ ও কান্দি এই চারটি ব্লককে বিশেষ পাট উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পাটচাষীগণ প্রতি কেজি বীজে ৫-০০ (পাঁচ টাকা) হারে ভর্তুকি দিয়ে অর্থাৎ চাষীগণ প্রতি কেজি বীজ ৭.০০ (সাত) টাকায় পাবেন। অবশ্য প্রতি প্যাকেটে ২ (দুই) কেজি বীজ আছে,

ঐ চারটি ব্লকের পাট চাষীগণ সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট থেকে জানতে পারবেন কোন পাট বীজ বিক্রেতার কাছে পাট বীজ কিনতে পারবেন। যারা এই পাট বীজ কিনে চাষ করবেন কেবলমাত্র তারাই এই প্রকল্পের অন্য সুযোগ সুবিধাগুলি পাবেন।

পাট বীজ কিনতে গেলে চাষীকে অবশ্যই জুট কার্ড (Jute card) দেখাতে হবে। যদি কোন কারণে জুট কার্ড হারিয়ে যায় অথবা না পেয়ে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এর নিকট থেকে পাট চাষের সুপারিশ নিয়ে গেলেও বীজ কিনতে পারবেন এবং প্রতি হেক্টরে ৬ (ছয়) কেজি হারে বীজ দেওয়া হবে।

উক্ত চারটি ব্লকের চাষী ভাইদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন নিজ নিজ ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করে সরকারী সাহায্যে এই বীজ কেনেন।

পাটের উৎপাদন বাড়ান এবং চাষের খরচ কমান।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

ভোট, ভোট—২

অনুপ ঘোষাল

পৃথিবীতে দু'ধরনের গণতন্ত্র চালু আছে। এক শিক্ষিত মানুষজনের গণতন্ত্র, যেমন—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপানের ডেমোক্র্যাসি। আর দ্বিতীয় ধরনটি হল (অশিক্ষিত বলা যাবে না) অর্দ্ধ বা সিকি শিক্ষিত দেশের গণতন্ত্র, যথা—আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি, কিংবা এই সিংহল, বাংলাদেশ বা আমাদের দেশেরই হাল। নির্বাচন আছেই, অথচ প্রথমোক্ত দেশগুলিতে তার জন্যে না আছে প্রচারের ঢক্কা নিনাদ, না আছে সত্যি মিথ্যের চাপান উতোর, আর না আছে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা গণ্ডা দশেক দল।

দ্বিতীয় ধরনের গণতন্ত্রে মজা হল—হঠাৎ এই ভোটফোট এলে সবাই—সে রাজধানীর পার্টি বস থেকে পাড়ার খুচরো নেতা পর্যন্ত গা ঝাড়া দিয়ে উঠবেন। সাধারণ মানুষের জন্য শোক যেন ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে হঠাৎ উথলে উঠল। অতএব এমন দেশে ভোটের আগে দু'দশদিন নয় নয় করেও কিছু 'শোর' উঠবেই। পেশাদার রাজনীতিকরা এই টেম্পো তুলতে জান লড়িয়ে দেবেন। হেনা করেঙ্গে তেনা করেঙ্গে—ব্রিজ করে দেব, রাস্তা নির্ঘাৎ হবে, লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি পাক্কা, মায় হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, কালী গায়ের দুধ দেব পর্যন্ত কবুল করে বসবেন সব দল, নেতা। এবং ভোটের পর উত্তেজনা পুরো থিতোতে দিন দশেক—মন্ত্রিসভা গঠন হওয়া পর্যন্ত, ব্যস! তারপর আবার সেই চুপচাপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলিতে রাজনীতির এই মিথ্যাচারে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। এমন দেশের রাজনীতিতে আজ যে বস্তুটির আমদানি সবচেয়ে জরুরি, তা হল কিঞ্চিৎ সততা।

এবারের নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে গোটা পনের দল নেমে পড়েছেন। এই মহকুমাতেই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে আটটি রাজনৈতিক দল বাইশ জন প্রার্থী দিয়েছেন, একজন নির্দলও আছেন জঙ্গিপুরে। দল যতই থাকুক, সাধারণ মানুষ যে এত দলাদলি পছন্দ করেন না, তার প্রমাণ বিগত ভোটগুলিতে হয়ে গেছে। চুনোপুঁটি দলগুলি নিছক দলীয় স্বীকৃতি রাখতেই প্রার্থী দেন। অমন যে সর্বভারতীয় জনতা, বিজেপি বা লোকদল—তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গে হালে পানি পাচ্ছেন না। অতএব লড়াই মূলতঃ বামফ্রন্টের সঙ্গে সেই কংগ্রেসেরই। কেউ আর বিকল্প হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি এখানে। তাও দিনের দিন গতি দেখে মনে হচ্ছে—বামফ্রন্টের প্রধান শরিকদল বাদ দিয়ে বাকিরা ক্রমশঃ ক্ষীণতনু হয়ে আসছেন। এই প্রতিবেদকের ধারণা—আগামী বিধানসভাতেই দ্বিতীয় বা তৃতীয়াদি শরিকদল আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন। আগামী বছরগুলোতে হয়ত লড়াই হবে মূলতঃ দু'পার্টিরই মধ্যে।

গত দশ বছরের শাসনের বিস্তৃত হিসেব-নিকেশে গরমিল এবং বিতর্ক হতেই পারে, তবে বামফ্রন্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব—সেই যুক্তফ্রন্ট আমলের মস্তানরাজ এই দু'দফার শাসনে কায়েম না করা। যে মস্তানির বদলা নিতে গিয়ে ৭২-৭৭ এ কংগ্রেসের বাড়াবাড়িকে পশ্চিমবাংলার মানুষ ক্ষমা করেনি। এই গাজোয়ারির ব্যাপারটিকে সাধারণ লোক এত ঘৃণা করেন যে সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার লক্ষাধিক নতুন চাকরি, গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দেয়া ডিপটিউবওয়েল—রিভারলিফ্ট্, নতুন কল-কারখানা—তাবৎ উন্নয়নের কথা ভুলে সেই মস্তানরাজের আতঙ্কের কথাটাই তাঁরা মনে রেখেছেন। এবং বামফ্রন্টের শাসনের চিত্রটি বোধ হয় সব দিক দিয়েই এর উল্টো। কংগ্রেসের সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত দশ বছরে পূর্ণ হল কিনা—সে জবাব পাওয়া যাবে নির্বাচনের ফলাফলে। বামফ্রন্ট ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা নিয়েছে, কংগ্রেস তা নিতে পারবে কি?

বহু ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যর্থতা এবং শিক্ষাঙ্গনসহ সরকারী দপ্তর, সমবায় সমিতি এমন কি ক্লাব-পাঠাগারেও উলঙ্গ রাজনীতির ইচ্ছাকৃত অনুপ্রবেশ ঘটিয়েও পশ্চিমবঙ্গের এক ধরণের নিরিরোধ ও শান্তিপ্রিয় মানুষের আস্থা থেকে বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম বঞ্চিত হবে না। আর ব্যর্থতার প্রশ্নে যে হতাশা, তার প্রতিফলন কি নেগেটিভ ভোটিংএ স্পষ্ট হয়ে উঠবে? জবাব আর কটাদিন পরেই।

আনন্দধারার বসন্তোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ মার্চ—অন্যান্য বারের মত এবারও দোলের প্রাক্কালে এখানে ব্যারেজ অফিস সংলগ্ন আম বাগানে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আনন্দধারার ছাত্রীরা নৃত্যগীত ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে বসন্তোৎসব পালন করে। গ্রন্থনা ও ধারাভাষ্য পাঠ করেন ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবৃত্তিতে অংশ নেন বিশ্বনাথ দাস ও স্মরণ দত্ত। ছায়াচ্ছন্ন আম্রকুঞ্জে এই বৈকালিক অনুষ্ঠান দর্শক সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

বি জে পির নির্ব্বাচনী সভা

ধুলিয়ান : গত ১২ মার্চ্চ ধুলিয়ান থানার সামনে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্ব্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তার ভাষণ দেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ধনঞ্জয় দাস। শ্রীদাস তাঁর ভাষণে পরিষদীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমুখীনতা থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য এই সভায় বৃষ্টির জন্য জনসমাগম খুব বেশী হয়নি।

আমি মৃণাল ঘোষ বলছি—

"নির্বাচনে আমি দাঁড়িয়েছি। পূর্বে দাঁড়িয়েছিলাম এম, পি, নির্বাচনে, তারও আগে বিধায়কের নির্বাচনে। হেরেছি জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তবুও দাঁড়িয়েছি এবার। ভবিষ্যতেও দাঁড়াবো। এ আমার প্রতিবাদ। বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রকে যাঁরা খেলনায় পরিণত করেছেন, যাঁরা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ভোট নিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে।" জঙ্গিপুর কেন্দ্রে বিধায়ক পদে নির্দ্দলীয় প্রার্থী মৃণালকান্তি ঘোষ। চিহ্ন 'সুখের জোড়া পায়রা।" উন্মুক্ত রাজপথ দিয়ে নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন একখানি রিক্সাভ্যান। রিক্সার উপরে পায়রা চিহ্ন লাঞ্ছিত রক্তবর্ণ ফেষ্টুন। তাঁর দুই নাবালক ছেলের হাতে মাইক। তারা শ্লোগান দিচ্ছে "ভোট দিন, ভোট দিন, সুখের পায়রায় ভোট দিন" 'আমার ভোট তোমার ভোট সুখের পায়রায় সব ভোট' 'আনতে চান সুখের দিন সুখের পায়রায় ভোট দিন'। মাঝে মাঝে থামাচ্ছেন ভ্যান, বক্তৃতা দিচ্ছেন উপরোক্ত ভাষায়। বিচিত্র মানুষ মৃণালকান্তি। এই কেন্দ্রের একমাত্র নিরুদ্বিগ্ন প্রার্থী। আর তাঁর দুই ছেলে যেন জোড়া পায়রার প্রতীক।

কংগ্রেস হারবে

—ষষ্ঠীচরণ ঘোষ

ফরাক্কা: কংগ্রেস (ই) পাঞ্জাবে হেরেছে, আসামে হেরেছে, মিজোরামেও হারল। এবার পশ্চিমবঙ্গে হারবে। এই মন্তব্য করেছেন ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের বি জে পি প্রার্থী ষষ্ঠীচরণ ঘোষ। শ্রীঘোষ রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতা দিয়েই অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আবার দোষ দিচ্ছেন বিদেশী হাতের। শ্রীঘোষ বলেন, বিদেশী হাত নয়, কংগ্রেস(ই)র প্রতীক চিহ্ন এই হাতই সব নষ্টের মূল। সুতরাং এই হাতকেই সরিয়ে দিতে হবে।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should sent Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for the work either by I P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 17-3-87 to 8-4-87 from 9-00 to 12-00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

SL. No.	Name of works	Approx. value of work	Amt of EMD cost of tender paper	Completion period	Date and time of opening
1.	Raising of side walls of existing cable trench in C. H. P. area and encasing of structural steel columns of 5A/5B. at plant site of F. S. T. P. P. NIT no. FS : 42 : CS : 933/T-19/87.	Rs 0.75 Lakhs	Rs. 1500/- Rs. 25/-	Four months	9-4-87 at 2-00 p m.
2.	Construction of boundary wall at supervisors' colony near Field Hostel complex. NIT no. FS : 42 : CS : 623/T-20/87	Rs. 1. 40 Lakhs	Rs. 2800/- Rs, 50/-	Six months	9-4-87 at 2-00 p, m.
3.	Annual sanitation contract for temporary township, HCC colony, CISF complex & Field Hostel of F.S.T P.P NIT no. FS : 42 : CS : 624/T-21/87.	Rs. 2. 0 Lakhs	Rs. 4000/- Rs 50/-	Twelve months	10-4-87 at 2-00 p. m.
4.	Annual sanitation contract for permanent township of F S.T P.P. NIT no. FS : 42 : CS : 1523/T-22/87.	Rs. 2. 0 Lakhs	Rs. 4000/- Rs. 50/-	Twelve months	10-4-87 at 2-00 p. m.
5.	Annual sanitation contract for plant site offices of F.S.T.P.P. NIT no. FS : 42 : CS : 94 /T-23/87	Rs. 1. 0 Lakh	Rs 2000/- Rs. 25/-	Twelve months	10-4-87 at 2-00 p m.

Contd

Terms & Conditions :

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.

2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.

3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of.....enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Senior Engineer (C. S.)
FSTPP/NTPC

পুলিশের খামখেয়ালীতে গ্রামের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত

অরঙ্গাবাদ : সুতী থানার কাদোয়া গ্রামে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বিট হাউসের জনৈক কনষ্টেবল ভৈরব হাজরা সাদা পোষাকে গোপনে ঐ গ্রামেরই চৌকিদার শম্ভু রাজবংশীর বাড়ী চড়াও হয়। শম্ভু তার অপরাধ কি জানতে চাওয়ায় পুলিশ পুঙ্গবটি ক্ষিপ্ত হয়ে শম্ভুকে মারতে শুরু করলে সেও বাধা দেয়, ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জনৈক গ্রামবাসী এই সংবাদ দিতে বিট হাউসে গেলে সেখানে কোন কনষ্টেবলকেই দেখতে পান না। শুধু মাত্র একজন হোমগার্ডকে কর্তব্যরত দেখেন। তিনি তাকে সংবাদ দিলে উক্ত হোমগার্ড তাঁকে বিট হাউসে বসিয়ে রেখে রাইফেল হাতেই নাকি ছুটে যায় হাজরাজির সাহায্যার্থে। এরপর দু'জনে শম্ভুকে মারধোর করে জোর জবরদস্তি ধরে এনে বিট হাউসে আটকিয়ে রাখে। পরের দিন ১৭ ফেব্রুয়ারী আহত শম্ভুকে থানায় পাঠানো হয় ও ১৮ ফেব্রুয়ারী থানা থেকে চুরির কেসে আসামী করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়। ২০ ফেব্রুয়ারী সুতী থানার মেজ দারোগা তদন্তে এলে গ্রামের কয়েকশো মানুষ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা সোচ্চার হয়ে উক্ত কনষ্টেবলের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ফেটে পড়েন ও দোষী ব্যক্তির শাস্তি দাবী করেন। বিট হাউসের কনষ্টেবলদের বিরুদ্ধে নানান অত্যাচারের অভিযোগ এনে তাঁরা মহকুমা পুলিশ অফিসারের কাছেও ডেপুটেশন দেন বলে জানা যায়। দফাদার চৌকিদাররাও একযোগে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবী করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন। গ্রামবাসীদেরও অভিযোগ, ঐ সব কনষ্টেবলরা মোটেই সদাচরণ করেন না। এমনকি দুজন কনষ্টেবল কোন এক রাত্রে জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করলে গ্রামস্থ যুবকদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। গ্রামের মানুষের বিবৃতিতে জানা যায়, এইসব বীর পুঙ্গবেরা গ্রামের রক্ষক না হয়ে গ্রামবাসীদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু অজ্ঞাত কারণে এইসব অভিযোগের কোন তদন্ত হচ্ছে না। দোষী ব্যক্তিরা শাস্তিও পাচ্ছে না।

ভোট কি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে

শ্রীআবদুস সামাদ

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও কি আমরা মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ? আমরা যারা ভোটার তারা ধর্মের দিক থেকে কতখানি নিরপেক্ষ? সেই প্রশ্ন খুঁজতেই এখানে ওখানের কয়েকটি তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো।

বাসুদেবপুরের হাই স্কুলের শিক্ষক আবদুল খালেকের সঙ্গে দেখা ডাক বাংলা মোড়ে। প্রশ্ন করলাম রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আছে বলে আপনি মনে করেন কি? তিনি ভেবে চিন্তে বললেন – হ্যাঁ এখনও রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হয়নি। মুসলিম মেজরিটি এলাকায় এখনও মুসলিম প্রার্থীকে দাঁড় করালে ভোট বেশী পাবে। অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের কথাই ধরুন না কেন। এখানে হুমায়ুন রেজা বিধায়ক। অতএব তার বিরুদ্ধে বামফ্রন্টকেও তোয়াব আলীর মত মুসলিম প্রার্থীকে দাঁড় করাতে হলো। আসলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মত জোর রাজনৈতিক নেতারাও অর্জন করতে পারেননি। তাই দেখা যাচ্ছে—হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রধান প্রার্থী হিন্দু। মুসলিমের বিরুদ্ধে মুসলিম।

প্রায় এই রকম প্রশ্ন করেছিলাম তিনপাকুড়িয়া গ্রামে ডাঃ হবিবুর রহমানকে। তিনি জানালেন—আমাদের দেশে যে ধরনের সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে তা সমাজ ব্যবস্থারই কুফল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভোট (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি মহম্মদপুরে জনৈকা মহিলার বাড়ীর প্রাচীর দেওয়া নিয়ে সাজামাল ও বাদল মির্জার দলের প্রকাশ্য বোমাবাজী গ্রামের মানুষকে আতঙ্কিত করেছে। সাজামালের অত্যাচারে গ্রামের মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত। পুলিশ সব জেনেও নাকি রাজনৈতিক চাপে ইচ্ছা করেই ধরছে না। একথা কতদূর সত্য জানা নেই। কিন্তু যদি আংশিক সত্য হয়, তবে নির্বাচনের জরুরী মুহূর্তে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কতখানি নিরপেক্ষ থাকতে পারবে সে সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা সন্দেহ পোষণ করছেন।

সাগরদীঘি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করাবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। সাগরদীঘি কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। তাঁদের অনেক সমর্থক এবার নৃসিংহ মণ্ডলকে ত্যাগ করে সি পি এম-এর হয়ে কাজ করছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরবার সময় মোড়গ্রাম ও বন্দেশ্বর অঞ্চলের বেশীর ভাগ গ্রামের মানুষই একবাক্যে স্বীকার করেন—বামফ্রন্ট গ্রামের মানুষের আশাআকাঙ্খা সম্পূর্ণ মিটাতে না পারলেও তারা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ফ্রন্টকে জয়ী করার জন্য নিজেরাই খাটছে এবং দৃঢ়ভাবে একথা জানায় যে এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয়ী হওয়ার কোন আশা নেই। নৃসিংহ মণ্ডলের সমর্থকরা কিন্তু বলেন এবার সি পি এম এর বিরুদ্ধে ক্ষোভকে আমরা সংহত করতে পেরেছি এব এ আসন আমরা পুনরুদ্ধার করবোই।

সূতীঃ

প্রবীণ কংগ্রেসীদের বিরূপ মনোভাবে সোহরাব দ্বিধাগ্রস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা: বর্তমান বিধায়ক শিস্ মহম্মদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ রয়েছে যে তিনি দীর্ঘদিন বিধায়ক থেকেও গ্রামের রাস্তাঘাট বা হাসপাতাল প্রভৃতির কোন উন্নতি করতে পারেননি। এমনকি কোন গ্রামেও আসেননি। কিন্তু বুদ্ধিজীবী ভোটারদের কথা—এ অভিযোগ যে কোন বিধায়ক সম্বন্ধেই করা যায়। কেন না ক্ষমতায় আসার আগে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, কিন্তু ক্ষমতায় এসে সব সময়েই সে সব সমস্যা দূর করা সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে যা মনে হলো এ অঞ্চল ঘুরে তাতে শিস্ মহম্মদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ থাকলেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস এখনও রয়েছে। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস (ই) প্রার্থী মোঃ সোহরাবও এ অঞ্চলে পরিচিত নাম। সদালাপী স্কুল শিক্ষক এই মানুষটিকে সকলে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রবীণ বেশ কিছু কংগ্রেস সমর্থক সামনাসামনি সোচ্চার না হলেও তাঁদের কার্য্যকলাপে বিরোধীতা প্রকাশ পাচ্ছে। হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ এ কেন্দ্রে তাঁরা অনেকেই বি জে পিকে গোপন মদত দিচ্ছেন বলে খবর। এর ফলে বামফ্রন্টের প্রার্থী শিসের যত না ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে কংগ্রেসের বলে মন্তব্য করলেন জনৈক কংগ্রেস সমর্থক। আরো খবর—জঙ্গিপুর ব্যারেজ সংলগ্ন তিন/চারটি হিন্দু প্রধান গ্রাম এবার ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ—গত ১৯৬৩ সালে ব্যারেজের প্রয়োজনে তাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও আজ পর্যন্ত বাস করার কোন জমি তাঁরা পাননি। ভোটের সময় প্রার্থীরা এসে জমি পাইয়ে দেবার আশ্বাস দেন। কিন্তু তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। তাই এবার আর ভোট নয়।

অরঙ্গাবাদঃ

রেজার নিষ্ক্রিয়তা তাঁর বিপদ ডেকে আনছে

বিশেষ সংবাদদাতা: কংগ্রেসের দুর্গ অরঙ্গাবাদে এবার সি পি এম আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে বলে আবহাওয়া দেখে মনে হওয়ায় স্বাভাবিক। দেওয়াল লিখনেও তাঁরা বেশ কিছুটা এগিয়ে, এমনকি এবারে সি পি এমের নির্বাচনী অফিস কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়েছে। প্রয়াত লুৎফল হকের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করেই তাঁর পুত্র হুমায়ুন রেজা বিধায়ক হতে পেরেছেন বলে সাধারণ মানুষ মনে করেন। কিন্তু পিতার মত জনসংযোগ রাখার চেষ্টা তিনি কোন দিনই করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, তিনি বিধায়ক হবার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে সময় কাটিয়েছেন। ফলে কংগ্রেসের দুর্গ ফাটল সৃষ্টি করতে পেরেছে সি পি এম। যে অঞ্চলে তারা কোনদিন প্রবেশ করতে পারেনি, সে সব অঞ্চলে আজ হুমায়ুনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে ক্যাডার তৈরী করতে সক্ষম হওয়ায় সি পি এম রাস্তায় রাস্তায় প্রচারের জোয়ার বহাতে পেরেছে। অন্যদিকে খবর—এবার সি পি এম এর দুর্গ বলে কথিত ধুলীপাড়া কলোনীর মানুষ সি পি এম এর উপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। তাদের অধিকাংশই এবার সি পি এমকে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উপরন্তু হুমায়ুন রেজার প্রতি সাধারণ বিড়ি শ্রমিকদের সহানুভূতি যে পরিমাণ রয়েছে তাতে সি পি এম এ কেন্দ্র দখল করতে পারবে এমন ভাবা যায় না।

ফরাক্কাঃ বিরোধী হাওয়া কাজে লাগাতে ব্যর্থ কংগ্রেস

বিশেষ সংবাদদাতা: সি পি এমের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে ক্ষোভ রয়েছে মানুষের মনে। বর্তমান বিধায়ক সি পি এমের আবুল হাসনাৎ বিরোধী হাওয়াকে ঘুরিয়ে দিতে সভা সমিতি এবং গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ বাড়িয়ে চলেছেন। এ অঞ্চলে সি পি এম সংগঠন খুব ভাল একথা গ্রামে ঘুরলেই বোঝা যায়। বিশেষ করে ফরাক্কা ব্যারেজ ও এন, টি, পি, সির শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে সিটুর প্রভাব রয়েছে। তবুও যদি বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগান যায় তবে কংগ্রেসের পক্ষে আশাতীত ফল করাও সম্ভব। কিন্তু এই হাওয়াকে কাজে লাগানোর মত শক্তিশালী সংগঠন কংগ্রেসের আছে বলে মনে হলো না। কংগ্রেসের প্রার্থী মইনুল হকের অভিযোগ—সি পি এম গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং যাতে কেউ তাঁর হয়ে কাজ করতে না পারেন তার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনপুরে গত বছরে কংগ্রেস কর্মী ইউনুসের খুনের আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হয়নি। উপরন্তু ইউনুসের বাড়ীর লোকজন আজও গ্রামে প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি একথাও জানালেন—তাঁর দলের দিক থেকেও নানা অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি এখনও দলের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা গাড়ী কিছুই পাননি। কর্মীও তেমন পাচ্ছেন না। তাই তাঁকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে মানুষ জনের দুয়ারে যেতে হচ্ছে। সে তুলনায় বিরোধী পক্ষ অনেক এগিয়ে। তবু তিনি আশা করেন গ্রামের বিক্ষুব্ধ মানুষ তাঁকে সমর্থন করবে। এখানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বোঝা গেল মানুষের ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। সেই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারলে হয়তো কংগ্রেসের পক্ষে জয়ের আশা ছিল। কিন্তু তাঁদের ব্যর্থতায় মানুষের বিক্ষোভ সংহত হতে না পেরে স্থিতাবস্থা বজায়ের দিকেই ঝুঁকছে। তদুপরি এবার উগ্র মৌলবাদী মুসলিম লীগ ও বি জে পির দুজন প্রার্থীও অবস্থাকে আরো ঘোরাল করে তুলছে। যদিও তারা তেমন কোন ছাপ ফেলতে সক্ষম হবে বলে মনে হলো না।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, ম্যাকেঞ্জি পার্ক, ট্যাঙ্ক ও হল ট্রাষ্টের অধীন একটি পুকুর আছে তাহা আগামী ইং ১-৪ ৮৭ তারিখ হইতে ইং ৩১-৩-৮৮ তাং এক বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ডাকপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাইতে পারিবেন। ডাকপত্র পাঠাইবার বা জমা দেওয়ার সময় ডাকপত্রের সঙ্গে ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দেওয়ার চালান গাঁথিয়া দিতে হইবে। জামানতের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে রেভিনিউ ডিপোজিট হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষে চালান পাস করাইয়া লইয়া, ব্যাঙ্কে জমা দিয়া প্রথম কপি উক্ত ডাকপত্রের সঙ্গে গাঁথিতে হইবে। ডাকপত্র জমা দেওয়া বা পৌঁছানোর শেষ সময় ইং ৩০-৩ ৮৭ তারিখ বেলা ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত। ডাকপত্র ঐ দিনই বেলা ৩-০৫ মিনিটে খোলা হইবে এবং কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা ঠিক করা হইবে।

শর্তাবলী

১। উক্ত পুকুরের ঐ সময়ের জন্য বন্দোবস্তের সর্বনিম্ন মূল্য ৭০০৬ ০০ (সাত হাজার ছয়) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

২। বন্দোবস্ত যাহাকে দেওয়া হইবে তাঁহাকে এককালীন সমস্ত টাকা জমা দিতে হইবে।

৩। বন্দোবস্তকালীন পুকুরের কোন ক্ষতি হইলে কর্তৃপক্ষ বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন এবং পুকুরের ক্ষতিপূরণ বাবদ সমস্ত মাছ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৪। ডাকপত্র বিবেচনার পর বন্দোবস্ত দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে কাহারোও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫। বন্দোবস্ত গ্রহণকারীকে উক্ত ব্যাপারে একটি লিখিত এগ্রিমেন্ট রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে।

মহকুমা শাসক, জঙ্গিপুর ও
পদাধিকারবলে সভাপতি
১৪-৩-৮৭ ম্যাকেঞ্জি পার্ক, ট্যাঙ্ক ও হল ট্রাষ্ট কমিটি।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।